Released
25-11-55

শ্রীবৎস-চিন্তা

এম-জি ফিল্মস্-এর সশ্রদ্ধ নিবেদন

শ্রীবৎস-চিন্তা

—সংগঠনে—

পরিচালনা : ফণী বর্ম্মা

সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চ্যাটার্জি

গীতিকার : কৃষ্ণধন দে ও প্রণব রায়।

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : **মণি বর্ম্মা**। কাহিনী-রূপ : কৃষ্ণধন দে। চিত্রধর : ধীরেন দে। শিল্প নির্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী। সম্পাদক : কমল গাঙ্গুলী। শব্দধর : সুশীল সরকার ও মণি বসু। দৃশ্যসজ্জা : পুলিন ঘোষ। পরিস্ফুটন : পঞ্চানন নন্দন। আলোকসম্পাত : প্রীতীশ চৌধুরী। ব্যবস্থাপক : প্রবোধ পাল। দৃশ্যপট : আর, আর, সিন্ধে। রূপ-সজ্জা : নিতাই সরকার। মৃৎ-শিল্পী : প্রহ্লাদ পাল। আবহসঙ্গীত : ক্যাল-কাটা অর্কেষ্ট্রা। স্থিরচিত্র : ভারত চিত্রম্। পরিচ্ছদ : নিউ বি, ব্রাদার্স। প্রচার পরিচালনা : নিকুঞ্জ পত্রী।

—সহকারীত্বে—

পরিচালনা : রমেন্দ্রলাল ও কমল পাল। চিত্রধর : নরেন মজুমদার। শব্দধর : চঞ্চল ঘোষ ও সুজিত সরকার ব্যবস্থাপক : শরৎ ব্যানার্জি। সম্পাদক : গঙ্গাধর নস্কর। দৃশ্য সজ্জা : কমল দাস। পরিস্ফুটন : বলাই ভদ্র, তারাপদ চৌধুরী ও অবনী মজুমদার।

—রূপায়ণে—

সন্ধ্যারাণী, অনুভা গুপ্তা, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ, সুদীপ্তা রায়, মিতা চ্যাটার্জি, রাজলক্ষ্মী (বড়), মনিকা, মঞ্জু, মীরা, অজন্তা, শিবানী, ইলা ও শীলা।

ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নীতীশ মুখার্জি, অরুণপ্রকাশ, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী চক্রবর্তী, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, শ্যাম লাহা, নৃপতি চ্যাটার্জি, ধীরাজ দাস, সুনীল বর্মা, মানিক, বাণী, মন্মথ প্রভৃতি।

—কণ্ঠ সঙ্গীতে—

সন্ধ্যা মুখার্জি, উৎপলা সেন, আলপনা ব্যানার্জি, সুপ্রীতি ঘোষ, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রসূন ব্যানার্জি, তরুণ ব্যানার্জি, দ্বিজেন মুখার্জি ও আরও অনেকে।

সাহায্য করেছেন

তৈজসপত্রে—সুবোধচন্দ্র নন্দী এণ্ড সন্স। বহির্দৃশ্য গ্রহণে—তারাচাঁদ বর্মন। নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত।

পরিবেশনায় : সুপ্রা ডিষ্ট্রিবিউটার্স ও মুভিমায়া লিমিটেড।

কাহিনী

আনন্দ মুখরিত স্বর্গধাম। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজিয়ে শোনাচ্ছেন লক্ষ্মী-নারায়ণকে। এমন সময় গ্রহরাজ শনি এসে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন : প্রভু আপনার রাজ্যে এ অবিচার কেন? কেন মর্তবাসী আমাকে দেখে আতঙ্কিত হয়, লক্ষ্মী দেবীকে বরণ করে নেয়? নারায়ণ বললেন : গ্রহরাজ এ প্রশ্নের মীমাংসা করবেন প্রাগ দেশের ধর্মপ্রাণ প্রজাবৎসল অধিপতি শ্রীবৎস।

শ্রীবৎস করছেন এক বণিকের বিচার। লক্ষ্মী আর শনি তাঁর বিচার দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নিজেদের কথা জানালেন। রাজা তাঁদের বিচার করলেন দু'খানি আচ্ছাদিত সিংহাসনে বসিয়ে। লক্ষ্মীরটি সোনার, শনির রূপার। শনি রাগে ক্ষোভে রাজাকে এর প্রতিফল দেবেন বলে বেরিয়ে গেলেন।

কোন অন্যায় না করলে শনি ছিদ্র খুঁজে পায়না মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে। রাণী চিন্তা সব সময়ে রাজাকে আগ্‌লে আগ্‌লে রাখেন, যা'তে শনি রাজার শরীরে প্রবেশ করতে না পারে। একদিন একটী কালো কুকুরের স্পর্শ-কলুষিত জলে স্নান করায় শনি রাজা শ্রীবৎস-র দেহে প্রবেশ করলেন। সংগে সংগে রাজ্যে

দেখা দিল দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি। রাজা মন্ত্রীর উপর রাজ্যের ভার দিয়ে রাজ্য ছেড়ে গেলেন স্ত্রী চিন্তাকে নিয়ে। চিন্তা যাওয়ার সময় রাজলক্ষ্মীকে রেখে গেলেন রাজকোষে আবদ্ধ করে। শ্রীবৎস রাজ্য ত্যাগের পর অত্যাচারী অঙ্গরাজ প্রাগ দেশ আক্রমণ করে প্রজাদের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং ঘোষণা করেন : যে শ্রীবৎসকে ধরে আনবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন। কিন্তু কেউ তাঁকে খুঁজে পায়না। শনি এদের পিছু নিলেন; নৌকার মাঝি হয়ে শ্রীবৎসর সামান্য ধনরত্ন যা ছিলো সব হরণ করলেন। রিক্ত রাজা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মূর্চ্ছাগত হলেন। ধীবর-রমনী-বেশী লক্ষ্মীর কাছ থেকে চিন্তার ভিক্ষালব্ধ পোড়া সোল মাছও শনির চক্রান্তে জলগত হ'লে দেবর্ষি নারদ তাঁদের প্রাণ বাঁচালেন দুধ দিয়ে।

শ্রীবৎস আর চিন্তা বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে এসে এক কাঠুরিয়া পল্লীতে আশ্রয় পান। রাজা কাঠ কেটে দিন কাটান। রাণী দুঃখে ক্ষোভে চোখের জলে ভাসতে থাকেন। কাঠুরিয়া রমনী অষ্টমী তাঁকে প্রবোধ দেয়। শনির রোষ-দৃষ্টি এখানেও নিবদ্ধ। শ্রীবৎস আর চিন্তা এক সঙ্গে থাকে এ তাঁর সহ্য হয় না। একদিন সেই পল্লীর নদীর ঘাটে এক বণিকের নৌকা যায় চড়ায় আটকে। শনি গণকের ছদ্মবেশ ধরে বণিককে বলেন : এই পল্লীতে চিন্তা নামে এক সঙ্গী রমণী আছেন তিনি নৌকা স্পর্শ করলেই নৌকা আবার ভেসে উঠবে। অষ্টমীর অনুরোধে চিন্তা অনিচ্ছা সত্বেও নৌকা স্পর্শ করতে আসেন এবং শনির ইংগিতে চিন্তাকে নিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দেয় বণিক। চিন্তা নিজের সতীত্ব বাঁচাতে সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেন। সূর্যদেব তাঁকে কৃপা করে দিয়ে বলেন : কোনদিন যদি শ্রীবৎস তাঁকে স্পর্শ করেন তবে তিনি পূর্বরূপ ফিরে পাবেন।

চিন্তার বিরহে শ্রীবৎস আত্মহত্যা করতে গেলে দেবর্ষি তাঁকে নিবৃত্ত করেন এবং সুরভি আশ্রমে গিয়ে তপস্যা করতে বলেন—কেননা সেখানে শনির প্রবেশাধিকার নেই। সুরভি আশ্রমে রাজা সুরভির দুধ পান করবার পর মাটিতে যে দুধ পড়ে তার স্পর্শে সেখানকার মাটি হয়ে যায় সোনা। রাজা নদীর ধারে সেই সোনা দিয়ে সোনার ইট তৈরী করতে থাকেন। এক দিন চিন্তাহরণকারী সেই বণিক সোনার ইট দেখে তা কিনে নেয় এবং নৌকায় গিয়ে রাজাকে টাকা দেবে বলে নৌকা থেকে তাঁকে জলে নিক্ষেপ করে। অচৈতন্য হয়ে রাজা ভাসতে ভাসতে বাহু রাজার দেশে গিয়ে রাজঘাটে আটকে যান।

বাহু রাজার মেয়ে ভদ্রার হবে সয়ম্বর সভা। অনেক দেশের রাজার তৈলচিত্র তাকে দেখানো হোলো, কিন্তু ভদ্রার কাউকেই পছন্দ হয়না। তাঁর ধ্যান স্তব রাজা শ্রীবৎস। এমন সময় একজন দাসী এসে ভদ্রাকে বলেন : ঘাটে একজন সুন্দর যুবা পড়ে আছে অচৈতন্য হয়ে। ভদ্রা সেখানে ছুটে গিয়ে তাঁর ইপ্সিত ধনকে দেখতে পান এবং তাঁর গলায় বরমাল্য দান করেন।

রাগে, ক্ষোভে রাজা কন্যাজামাতাকে রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেন। নারদের অনুরোধে রাজার নদীর ঘাটে কর আদায়ের চাকরী পান শ্রীবৎস। একদিন চিন্তা হরণ-কারী সেই বণিক গোপনে গোপনে সোনার ইট বিক্রী করতে এলে শ্রীবৎস তাঁকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে আসেন এবং তার নৌকা থেকে পাওয়া যায় কুরূপা চিন্তাকে। শ্রীবৎসের স্পর্শে চিন্তা আবার পূর্বরূপ ফিরে পান। বাহুরাজ পান শ্রীবৎসের পরিচয় এবং নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পারেন। আর সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন শ্রীবৎসকে আন্তরিকতার সংগে জামাতা বলে গ্রহণ করে।

এদিকে শ্রীবৎসকে কেউ ধরে আনতে পারলো না। একদিন রাজা শ্রীবৎস স্ত্রী চিন্তা ও ভদ্রাকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। এসে অঙ্গরাজকে বলেন : রাজা আমি এসেছি। আপনি আমাকে দণ্ড দিয়ে প্রজাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করুন। অঙ্গপতি রাজার এই মহানুভবতায় তাঁকে রাজ্য প্রত্যার্পণ করলেন।

এদিকে দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হয়ে গেছে। শনির দশা থেকে শ্রীবৎস হয়েছেন মুক্ত। কিন্তু শনি কি পেয়েছিলো মর্তবাসীর কাছ থেকে অন্তরের পূজা?

এরই বার্তা বহন করেছে শ্রীবৎস-চিন্তা ছবি।

সঙ্গীত

(নারদের গান)

দিগন্তরে দোলে মহা-অম্বর
জ্যোতি সিনানে পরমোজ্জ্বল
কোটী-সূর্য্য-গ্রহ-চন্দ্র-তারকা
আরতি ছন্দে চির চঞ্চল।
কাঁপে মহাকাল চরণ পিয়াগে
করে মহাব্যোম আরতি আকাশে
লক্ষ্মীনারায়ণ নিত্য প্রকাশে
নাচে মহার্ণব উচ্ছল।
ঋদ্ধি মধুরা শ্যামলা পৃথি,
বরদা কমলার করুণা-কীর্ত্তি
নিখিল বিকশিত যুগল দেবতার
নিত্য স্বজন উৎপল॥

—কৃষ্ণধন দে

(বৈতালিকের গান)

জাগে এলোকেশী অন্ধরাত্রি আঁধারেতে
নিমগন
হে রাজলক্ষ্মী নয়নে তোমার একি এ
দুঃস্বপন।
জানিনা কাহার অভিশাপ রাহু
প্রেতের মতন বাড়ায়েছে বাহু
যেন ধরিত্রী গুমরি গুমরি
করে আজি ক্রন্দন।

—প্রণব রায়

(বৈতালিকের গান)

মনে পড়ে আজো শূন্য দেউলে
হারানো দিনের স্মৃতি,
থেমে গেছে হেথা দেব বন্দনা
নীরব হয়েছে গীতি
শুকায়ে গিয়াছে চুয়া-চন্দন,
আঙিনায় ফুল করে ক্রন্দন—
রুদ্ধ দুয়ারে কতনা ভক্ত
আজিও কাঁদিছে নীতি।
স্তিমিত হোমানল পূজা বেদীমূলে,
কোথায় ঋত্বিক অর্ঘ্য গেছে ভুলে—
শুক ঝরা ফুলে ছিন্ন মালিকায়
জড়ানো আছে প্রেম প্রীতি।

—কৃষ্ণধন দে

(কাঠুরিয়া নর-নারীর গান)

চৈতালি বনে বনে ঘূর্ণী হাওয়ার সনে
মন যেন কাজ ভুলে যায়,
ছড়ায়ে ফুলের রেণু, ফাগুন বাজায়
বেণু,
ডাকে শুধু আয়-আয়-আয়।
ডাকে পিয়াল বনের পাখী পিয়া পিয়া
পিয়ার লাগি আজি দোলে হিয়া
পিয়া বিনা হিয়া আজি দোলেরে
দোলেরে হিয়া আজি দোলেরে—
ও ও ও ... ...
(তোর) নোটন খোঁপায় পরিয়ে দোব
দোলন চাঁপা আনি
সোনার মেয়ে তুই হবি আজ
ফাগুন দিনের রাণী
মধু বনের রাণী
পিয়াল বনের রাণী
ও ও ও ... ...
মোরা রঙীন বনফুল
মোরা প্রজাপতির দল
রূপের ছটায় পাহাড়তলী
করুক ঝলমল।
হারিয়ে যাওয়া মন যেন আজ
দোসর খুঁজে পায়।

—প্রণব রায়

(অষ্টমীর গান)

মুখপানে চেয়ে তোর পলক না পড়ে
মোর নয়নে
রূপ যেন মেঘে ঢাকা চাঁদিনী,
ফুল সাজে সাজাইতে
ফুল কোথা পাইগো বলনা
লাজে মরে যায় যুথী কামিনী।
চাঁচর চিকুরে তব বিনায়ে বিনোদ বেণী
কোন্ ছাঁদে কোন্ ছাঁদে বাঁধিব গো
কবরী
ও মুখ-কমল-কলি ভুল ক'রে আসে
অলি,
বেণী দোলে যেন কাল নাগিনী।
বিনা সাজে এত শোভা তারে সখী
পারে কেবা সাজাতে
রূপ নয় এ যে মধু যামিনী।
শাঙন বিজুরি সম ও তনু মে মনোরম
বল সখী কাজ কিবা ভূষণে
তোরে হেরি চাঁদ ওঠে, পাখী গায়
ফুল ফোটে
তোরই ছবি আঁকে কবি ভুবনে,
শোন শোন রূপবতী হেরিয়া তোরেই
রতি হায়গো
হার মেনে হ'ল অনুরাগিনী।

—প্রণব রায়

(চিন্তার গান)

লাজ রাখ মম, লাজ রাখ প্রভু
দেবতা হে দিনপতি।
ওগো পাপ হরণ, তোমার শরণ
চাহে লাঞ্ছিতা সতী।
আমার আঁধার ভাগ্য আকাশ
করহে সমুজ্জ্বল
হে সূর্য্যদেব, হে সূর্য্যদেব বিফল
হবে কি
নারীর অশ্রুজল
বল কে আছে আমার গতি।
কাম-কলুষিত নয়নের অপমান
সহেনা যে আর হে প্রভু বহ্নিমান
যৌবনে মোর জরা এনে দাও
হানো, হানো অগ্নিবাণ
হে অনন্ত জ্যোতি দেবতা হে দিনপতি
হানো, হানো অগ্নিবাণ।

—প্রণব রায়

(মুরলার গান)

মানিনী গো গরবিনী আছেকি তা জানা
(মিছে) ভুল করে হায় কুমুদিনী
চাঁদকে পেতে চায়
আকাশ থেকে মায়াবী চাঁদ নামে কি
ধরায়।
রূপ কাহিনীর রাজার কুমার তারে কি
যায় পাওয়া,
মনে মনে মালা গেঁথে বৃথাই তারে
চাওয়া—
আকাশ কুসুম স্বপ্নে ফোটে মাটীর
বুকে নয়
এই মাটীতে চিরদিনই গোলাপ
চাঁপাই রয়।
স্বপ্নে যারে মন দিয়ে তুই হলি সয়ম্বরা,
মিথ্যে সখী এই জীবনে তারেই
খুঁজে মরা।

—প্রণব রায়

সুপ্রা ডিষ্ট্রীবিউটার্স ৪২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ থেকে সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন নিকুঞ্জ পত্রী ও ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
মুদ্রণী থেকে ছেপেছেন সনত বসু।

আমাদের দুটি পরবর্ত্তী
সামাজিক চিত্রগাথা

এম্-জি ফিল্মস্-এর

শেষ পরিচয়

✦

থ্রি আর্ট প্রোডাকসন্স্-এর

ঘোষ বোস মিত্তির